জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শনিবার ঢাবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন —জনকণ্ঠ

ঢাবি ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষায় একটি আসনের বিপরীতে প্রায় ৩৩ ছাত্র-ছাত্রী অংশ নিচ্ছে। এটি খুবই কঠিন একটি প্রতিযোগিতা।' শনিবার ঢাবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় ১ হাজার ৫০টি আসনের বিপরীতে ৩৪ হাজার ৬২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ঢাবি ভিসি বলেন, 'ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সন্তানদের ওপর কোনো ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি না করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানাই।

এ সময় পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্যসহ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম এবং প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য ৯৩০টি, বিজ্ঞান শাখার জন্য ৯৫টি এবং মানবিক শাখার জন্য ২৫টি আসন রয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ২৩ হাজার ২২ জন, বিজ্ঞান শাখায় ৫ হাজার ১৪৮ জন এবং মানবিক শাখায় ৫ হাজার ৮৯২ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন।

নয়া দিগন্ত 07-12-2025

ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের একটি ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন ● নয়া দিগন্ত

ঢাবি ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে "ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট" (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ)-এর ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষা গতকাল ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় মোট এক হাজার ৫০টি আসনের বিপরীতে ৩৪ হাজার ৬২জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এ সময় প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম এবং প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ ঢাকার বাইরে চারটি বিভাগীয় শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরের কেন্দ্রগুলো হলো- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

► ১৫ প. ৩-এর কলামে

ঢাবি ব্যবসায় শিক্ষা

৩য় পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বলেন, অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরীক্ষায় একটি আসনের বিপরীতে প্রায় ৩৩জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিচ্ছে। এটি খুবই কঠিন একটি প্রতিযোগিতা। ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সন্তানদের ওপর কোনো ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি না করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে ভর্তির সুযোগ পাওয়া মানেই জীবনের শেষ কথা নয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজের মতো করে সক্ষম।

এই সক্ষমতাকে সমর্থন ও বহিঃপ্রকাশের সুযোগ দেয়া উচিত।

উল্লেখ্য, এক হাজার ৫০টি আসনের মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ৯৩০টি, বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ৯৫টি এবং মানবিক শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ২৫টি আসন রয়েছে।

বিজ্ঞান শাখার পাঁচ হাজার ১৪৮জন, মানবিক শাখার পাঁচ হাজার ৮৯২জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ২৩ হাজার ২২জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করে। বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো

নোবেল পাওয়ার মতো গবেষণা অবকাঠামো দেশে তৈরি সম্ভব

বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজন

চলতি বছর বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের গবেষণা নিয়ে আয়োজিত এক বিজ্ঞান-বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'বিজ্ঞানে নোবেল ২০২৫' শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতায় কুইজ বিজয়ীদের সঙ্গে বক্তা ও অতিথিরা। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে। ছবি : প্রথম আলো

বিশ্বমানের যেসব গবেষণায় বিজ্ঞানীরা কাজ করে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছা থাকলে সে রকম মৌলিক গবেষণা অবকাঠামো দেশে তৈরি সম্ভব। মৌলিক গবেষণা করতে গেলে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দরকার। একই সঙ্গে গাণিতিক যোগ্যতায় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট অডিটরিয়ামে চলতি বছর বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের গবেষণা নিয়ে আয়োজিত এক বিজ্ঞান-বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা। বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন বিজ্ঞানচিন্তা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে রেগুলেটরি টি-সেল আবিষ্কার করে এবার নোবেল পেয়েছেন তিন বিজ্ঞানী ম্যারি ই ব্রানকো, ফ্রেড রামসডেল ও সিমন সাকাগুচি। শরীরের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। কোনো কোনো সময় যে কোষগুলো আমাদের বাঁচায়, তারাই ভুল করে শরীরকেই আক্রমণ করে বসতে পারে। সে কারণে দেহে বাসা বাঁধতে পারে অটোইমিউন ডিজিজ। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দেহের এক ধরনের কোষ এ সংকট থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। সেটি হলো রেগুলেটরি টি-সেল। এ সেল আবিষ্কার করে চিকিৎসাশাস্ত্রে এবার নোবেল পেয়েছেন এই তিন বিজ্ঞানী।

অনুষ্ঠানে এর পেছনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহজ ভাষায় দর্শক-শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সের ইমিউনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রোজী সুলতানা।

উপস্থাপনা শেষে আমাদের দেশেও এ রকম বিশ্বমানের গবেষণা অবকাঠামো তৈরি সম্ভব কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের কিছু বাধা আছে। যেমন মৌলিক গবেষণা করতে গেলে আমাদের বিশ্বমানের অবকাঠামো দরকার। এ জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে একেবারে নিচ পর্যন্ত সদিচ্ছা থাকতে হবে।'

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ফিজিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনের উপদেষ্টা আরশাদ মোমেন বলেন, 'আমাদের মূল দুর্বলতা হলো গাণিতিক যোগ্যতায়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এ জায়গাতে সব সময় পিছিয়ে আছি। আমাদের লক্ষ্য বিজ্ঞান নিয়ে মৌলিক গবেষণা, কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ জায়গা প্রযুক্তি খেয়ে ফেলছে।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম। তিনি বলেন, আজকের এই আলোচনাটি ভবিষ্যতে এমন এক ভিত্তি স্থাপন করবে, যা একদিন বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।